রেজিস্টার্ড নং ডি এ-১

বাংলাদেশ গেজেট

কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রকাশিত

বৃহস্পতিবার, এপ্রিল ৩০, ২০১৫

৬ষ্ঠ খণ্ড

প্রথম খণ্ডে অন্তর্ভুক্ত প্রজ্ঞাপনসমূহ ব্যতীত বাংলাদেশ সুপ্রীমকোর্ট, বাংলাদেশের মহা-হিসাব নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রক, সরকারি চাকুরী কমিশন এবং গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের অধঃস্তন ও সংযুক্ত দপ্তরসমূহ কর্তৃক জারীকৃত প্রজ্ঞাপনসমূহ।

জেলা প্রশাসকের কার্যালয়, ফেনী

(রাজস্ব শাখা)

বাংলাদেশ সরকারের ১৯২৭ সনের বন আইনের ২০ ধারার বিধানমতে ইস্তেহার

প্রজ্ঞাপন

তারিখ, ২২ জানুয়ারি ২০১৫

নং ৩১.২০.৩০০০.০২১.১৮.০০৮.১২-১০০—এতদ্বারা সর্বসাধারণের অবগতির জন্য জানানো যাইতেছে যে, ফেনী জেলার উত্তর হইতে ২২°৩৫′ উত্তর অক্ষাংশ এবং ৯১°২০′ পূর্ব হইতে ৯১°৩০′ পূর্ব দ্রাঘিমাংশের অবস্থানে নতুন জাগিয়া উঠা চর ভূমিকে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার ১৯২৭ সনের বন আইনের আওতায় "সংরক্ষিত বন" সংগঠনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়া বিজ্ঞপ্তি নং-১/ফর-৮৩-৭৫/৫৩৯, তারিখঃ ২৪-০৩-১৯৭৭ এর ধারাবাহিকতায় বিজ্ঞপ্তি নং পবম (শাঃ-৩)৭-৯৭/৮৩১, তারিখঃ ৩০-০৯-১৯৯৯ জারী করিয়াছেন। প্রকাশিত বিজ্ঞপ্তির অনুকূলে নিম্ন তফসিলে বর্ণিত এলাকার জন্য ১৯২৭ সনের বন আইনের ২০ নং ধারা মোতাবেক রিজার্ভ ফরেস্ট ঘোষণার নিমিত্ত অত্র ইস্তেহার জারি করা হইল ঃ

তফসিল

ক্রমিক নং	রেঞ্জ/বন বিভাগের নিয়ন্ত্রণাধীন	জেলা	উপজেলা	মৌজার নাম/ জে, এল নং	দাগ নং ও অবস্থান	ভূমির পরিমাণ (একর)	মন্তব্য
(১)	সোনাগাজী রেঞ্জ সামাজিক বন বিভাগ, ফেনী	ফেনী	সোনাগাজী	বাহির চর	উত্তরে-পূর্ব বড়ধনী দক্ষিণে-চর আবদুল্লা, চর দেলোয়ার পূর্বে-দঃ চরখোন্দকার পশ্চিমে-পূর্ব বড়ধনী	৩০০.৪৮ একর	অত্র এলাকা সংলগ্ন পরবর্তী পর্যায়ে যে সকল নতুন চর জাগিবে তাহাও 'সংরক্ষিত বন' বলিয়া পরিগণিত হইবে।
(২)	সোনাগাজী রেঞ্জ সামাজিক বন বিভাগ, ফেনী	ফেনী	সোনাগাজী	পূর্ব বড়ধলী	উত্তরে-চর চান্দিনা দক্ষিণে-ছোট ফেনী নদী পূর্বে-বাহির চর পশ্চিমে-চরদরবেশ	৩৯.২৯ একর	অত্র এলাকা সংলগ্ন পরবর্তী পর্যায়ে যে সকল নতুন চর জাগিবে তাহাও 'সংরক্ষিত বন' বলিয়া পরিগণিত হইবে।
(৩)	সোনাগাজী রেঞ্জ সামাজিক বন বিভাগ, ফেনী	ফেনী	সোনাগাজী	দক্ষিণ চর খন্দকার	উত্তরে-দঃ চর চান্দিয়া, চর খোন্দকার দক্ষিণে-বাহির চর, চর দেলোয়ার পূর্বে-চর রাম নারায়ন, চর এলেন পশ্চিমে-বাহির চর	১০০.০০ একর	অত্র এলাকা সংলগ্ন পরবর্তী পর্যায়ে যে সকল নতুন চর জাগিবে তাহাও 'সংরক্ষিত বন' বলিয়া পরিগণিত হইবে।
(৪)	সোনাগাজী রেঞ্জ সামাজিক বন বিভাগ, ফেনী	ফেনী	সোনাগাজী	চর রাম নারায়ন	উত্তরে-বাহির চর দক্ষিণে-বামনী নদী/বঙ্গোপসাগর পূর্বে-চর দেলোয়ার পশ্চিমে-বাহির চর, পূর্ব বড়ধলী	২০০.০০ একক	অত্র এলাকা সংলগ্ন পরবর্তী পর্যায়ে যে সকল নতুন চর জাগিবে তাহাও 'সংরক্ষিত বন' বলিয়া পরিগণিত হইবে।
(৫)	সোনাগাজী রেঞ্জ সামাজিক বন বিভাগ, ফেনী	ফেনী	সোনাগাজী	চর এলেন	উত্তরে-চর রাম নারায়ন দক্ষিণে-বামনী নদী/বঙ্গোপসাগর পূর্বে-চর নারায়ন পশ্চিমে-দঃ চর খোন্দকার	৫৫০.০০ একক	অত্র এলাকা সংলগ্ন পরবর্তী পর্যায়ে যে সকল নতুন চর জাগিবে তাহাও 'সংরক্ষিত বন' বলিয়া পরিগণিত হইবে।

চূড়ান্তভাবে **"সংরক্ষিত বন"** এলাকা ঘোষণা করা হলে নিম্নবর্ণিত বাধা নিষেধ আরোপিত হইবে ঃ

(ক) নিম্নস্বাক্ষরকারী, ফরেষ্ট সেটেলমেন্ট অফিসার, ফেনীর সমীপে পেশ না করা সমস্ত অধিকার (Right) বাতিল বলিয়া গণ্য হইবে।

(খ) চূড়ান্ত বিজ্ঞপ্তিতে মানিয়া লওয়া অধিকার ছাড়া অন্য কোন প্রকার অধিকার গ্রাহ্য হইবে না।

(গ) সংশ্লিষ্ট কর্মচারীর বিনা অনুমতিতে সংরক্ষিত বন এলাকায় কেহ প্রবেশ করিতে পারিবে না।

(ঘ) কেহই বনজদ্রব্য যেমনঃ গাছ, ডালপালা, লতাপাতা, ঘাস, বালু, পশু-পাখি, মাছ, চিংড়ি, কাঁকড়া এবং মাটি ইত্যাদি বিনা অনুমতিতে সংগ্রহ করিতে পারিবেন না।

(ঙ) কেহই চাষাবাদ করিতে পারিবেন না।

(চ) বিনা অনুমতিতে গরু, ছাগল মহিষ, ভেড়া, ইত্যাদি চরাইতে পারিবেন না।

(ছ) বিনা অনুমতিতে কোনরূপ বন্যপ্রাণী ধরিতে বা শিকার করিতে পারিবেন না।

(জ) প্রয়োজনীয় অনুমতি ব্যতিরেকে তফসিলে বর্ণিত এলাকায় উপকূলীয় অঞ্চলের জলাধারে বা জলাশয়ে, নদী বা নদীর মোহনায় মাছ ধরিতে পারিবেন না।

(ঝ) সংরক্ষিত বন এলাকায় কোন ব্যক্তি ঃ

০১. নতুনভাবে সংরক্ষিত বন পরিষ্কার করিতে পারিবেন না যাহা ১৯২৭ সনের বন আইনের ৫ ধারামতে নিষেধ করা হইয়াছে।

০২. সংরক্ষিত বন এলাকায় কেহ আগুন জ্বালাইতে পারিবেন না অথবা সরকারি সিদ্ধান্ত অমান্য করিয়া কোন আগুন জ্বালাইতে বা আগুন জ্বলন্ত অবস্থায় রাখিয়া স্থান ত্যাগ করিতে পারিবেন না।

০৩. সংশ্লিষ্ট বন কর্মচারী দ্বারা সময় সময় বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে যে সব ঋতুতে আগুন জ্বালানো বা বহন করা বা আগুন প্রজ্জ্বলিত রাখা নিষেধ করা হয় তাহা অমান্য করিতে পারিবেন না।

০৪. প্রয়োজনীয় অনুমতি ব্যতিরেকে গো-মহিষ বিচরণ করাইতে পারিবেন না।

০৫. অবহেলা বশতঃ কোন গাছ কাটিয়া খন্ড করিয়া বা টানিয়া নিয়া জঙ্গলের ক্ষতি সাধন করিতে পারিবেন না।

০৬. কোন গাছ কাটা গাছের ডালপালা কাটা, বাকল তোলা, গাছ চিরাই করিয়া রন্দা করা, গাছের কোনরূপ ক্ষতি সাধন করা ইত্যাদি করিতে পারিবেন না।

০৭. কোন বনজদ্রব্য আহরণ করিতে, চুন অথবা কয়লা তৈরীতে বা আহরণ করিতে কোন বনজ দ্রব্য স্থানান্তর করিতে অথবা ইহা দ্বারা কোন কিছু তৈরী করিতে পারিবেন না।

০৮. চাষাবাদ বা অন্য কোন কাজে জমি পরিষ্কার করিতে বা ভাংগিতে পারিবেন না।

০৯. বর্ণিত বন আইনের ২৬ ধারা অমান্য করিয়া এবং সরকার কর্তৃক জারিকৃত কোন আইন অমান্য করিয়া বন্য পশু-পাখি শিকার করিতে, মাছ ধরিতে বা মাছ ধরার জন্য পানিতে বিষাক্ত দ্রব্য মিশ্রণ করিতে পারিবেন না। যদি করেন, তবে তাহাকে যথাক্রমে ২৬(১) এর ক, খ, গ, ঘ ধারার অপরাধে ৬ মাস পর্যন্ত কারাদণ্ড এবং ২,০০০(দুই হাজার) টাকা পর্যন্ত জরিমানা এবং ২৬ (১ক) ধারার অপরাধে নিম্নে ৬ মাস পর্যন্ত ও উর্ধ্বে ৫ বছর পর্যন্ত কারাদণ্ড এবং নিম্নে ৫,০০০ (পাঁচ হাজার) টাকা পর্যন্ত ও সর্বোচ্চ ৫০,০০০ (পঞ্চাশ হাজার) টাকা পর্যন্ত অথবা উভয় শাস্তি প্রদান করা হইবে এবং সরকারি জঙ্গলের ক্ষতিপূরণ দিতে বাধ্য করা হইবে। অত্র ধারা মোতাবেক কোন কার্য নিষেধ বা বেআইনী হইবে না যাহার জন্য সংশ্লিষ্ট কর্মচারী লিখিত অনুমতি থাকিবে যাহা সরকার কর্তৃক জারিকৃত আইনের আওতাভুক্ত হইবে অথবা ১৯২৭ সনের বন আইনের ১৫ ধারার 'গ' উপধারা মোতাবেক অথবা সরকার কর্তৃক ১৯২৭ সনের বন আইনের ২৪ ধারামতে দেয় সুবিধাদি আওতাভুক্ত হইবে। যদি ইচ্ছাকৃতভাবে বা অবহেলার জন্য সংরক্ষিত বনের ক্ষতি সাধন করা হয় যাহার জন্য ১৯২৭ সনের বন আইনের ২৬ ধারা মোতাবেক শাস্তি প্রদান করা বা না করা সাপেক্ষে সরকার সমস্ত সংরক্ষিত বন এলাকা বা সংরক্ষিত বন এলাকার কিছু অংশ হইতে দেয় গো-চারণ বা বনজদ্রব্য আহরণের সুবিধা প্রয়োজনমত সময়ের জন্য বন্ধ রাখিতে পারিবেন।

মোহাম্মদ আবুল হাশেম
অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (রাজস্ব)
ও
ফরেস্ট সেটেলমেন্ট অফিসার।

জেলা নির্বাচন অফিসারের কার্যালয়, নারায়ণগঞ্জ

বিজ্ঞপ্তি

তারিখ, ০৮ ফেব্রুয়ারি ২০১৫/২৬ মাঘ ১৪২১

নং ১৭.০২.৬৭০০.০০০.৭৩.০১৮.১২-৮৯।—নির্বাচন কমিশন সচিবালয়ের ০১-০২-২০১৫ খ্রিঃ তারিখে জারীকৃত পত্র নং ১৭.০০.০০০০. ০৭৯.৪১.০০১.১৫-১৩ এর নির্দেশনা মোতাবেক স্থানীয় সরকার (ইউনিয়ন পরিষদ) নির্বাচন বিধিমালা, ২০১০ এর বিধি ৫ অনুসারে নিম্নবর্ণিত তফসিলের ২নং কলামে উল্লিখিত উপজেলার এবং ৩নং কলামের ইউনিয়নের সংরক্ষিত ওয়ার্ডের সদস্য পদে শূন্য আসনের উপ-নির্বাচন অনুষ্ঠান পরিচালনার জন্য ৪নং কলামে বর্ণিত কর্মকর্তাকে রিটার্নিং অফিসার হিসেবে নিয়োগ করা হলো ঃ

তফসিল

ক্রঃ নং	উপজেলার নাম	ইউনিয়ন ও ওয়ার্ডের নাম	রিটার্নিং অফিসার
১	২	৩	৪
(১)	রূপগঞ্জ	মুড়াপাড়া, ২নং সংরক্ষিত ওয়ার্ড	উপজেলা নির্বাচন অফিসার, রূপগঞ্জ, নারায়ণগঞ্জ

মোঃ তারিফুজ্জামান
জেলা নির্বাচন অফিসার।

সিনিয়র জেলা নির্বাচন অফিসারের কার্যালয়, পাবনা

প্রজ্ঞাপন

তারিখ, ০১ ফেব্রুয়ারি ২০১৫

নং ১৭.০৪.৭৬০০.০০০.৪১.০৯.১৪.১৫-৫৪—স্থানীয় সরকার (ইউনিয়ন পরিষদ) নির্বাচন বিধিমালা ২০১০ এর বিধি ৫ এর ক্ষমতাবলে আমি জি.এম. সাহাতাব উদ্দিন, জেলা নির্বাচন অফিসার, পাবনা নির্বাচন কমিশন সচিবালয়ের ০১-০২-২০১৫ ইং তারিখে নং-১৭.০০. ০০০০.০৭৯.৪১.০০১. ১৫-১৩ নং পত্রের আলোকে স্থানীয় সরকার ইউনিয়ন পরিষদের সংরক্ষিত ওয়ার্ডের সদস্য পদে উপ-নির্বাচন অনুষ্ঠানের লক্ষ্যে ৩নং কলামে উল্লিখিত সংরক্ষিত ওয়ার্ডের সদস্য পদের জন্য ৫ নং কলামে বর্ণিত অফিসারকে রিটার্নিং অফিসার হিসাবে নিয়োগ করলাম।

ক্রমিক নং	উপজেলার নাম	ইউনিয়ন ও সংরক্ষিত ওয়ার্ড নং	রিটার্নিং অফিসারের নাম	রিটার্নিং অফিসারের পদবী
১	২	৩	৪	৫
(১)	চাটমোহর	হান্ডিয়াল ইউনিয়নের ৩নং সংরক্ষিত ওয়ার্ড সদস্য	মোঃ সাখাওয়াত হোসেন	উপজেলা নির্বাচন অফিসার, চাটমোহর, পাবনা।

জি.এম. সাহাতাব উদ্দিন
জেলা নির্বাচন অফিসার।

জেলা নির্বাচন অফিসারের কার্যালয়, নাটোর

প্রজ্ঞাপন

তারিখ, ১৫ ফেব্রুয়ারি ২০১৫/০৩ ফাল্গুন, ১৪২১

নং ১৭.০৪.৬৯০০.০০০.৪১.০০৪.১৫-৬১—স্থানীয় সরকার (ইউনিয়ন পরিষদ) নির্বাচন বিধিমালা, ২০১০ এর বিধি ৫(১) এর ক্ষমতাবলে আমি মোঃ দেলোয়ার হোসেন, জেলা নির্বাচন অফিসার, নাটোর। নির্বাচন কমিশন সচিবালয়ের ০২ ফেব্রুয়ারি ২০১৫ ইং তারিখের ১৭.০০.০০০০. ০৭৯.৪১.০০১.১৫-১৩ নং স্মারকপত্রের আলোকে স্থানীয় সরকার ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান পদে উপ-নির্বাচন অনুষ্ঠানের লক্ষ্যে ৩নং কলামে উল্লিখিত ইউনিয়ন এর জন্য ৫নং কলামে বর্ণিত কর্মকর্তাকে রিটার্নিং অফিসার হিসাবে নিয়োগ করলাম।

ক্রমিক নং	উপজেলার নাম	ইউনিয়নের নাম	পদের নাম	রিটার্নিং অফিসার
১	২	৩	৪	৫
(১)	সিংড়া	৩নং ইটালী	চেয়ারম্যান	উপজেলা নির্বাচন অফিসার, সিংড়া, নাটোর।

মোঃ দেলোয়ার হোসেন
জেলা নির্বাচন অফিসার।

জেলা নির্বাচন অফিসারের কার্যালয়, নওগাঁ

প্রজ্ঞাপন

তারিখ, ০২ ফেব্রুয়ারি ২০১৫

নং ১৭.০৪.৬৪০০.০০০.৪১.০১৭.১৪-৬৮।—নির্বাচন কমিশন সচিবালয় ঢাকা এর ০১ ফেব্রুয়ারি ২০১৫ খ্রিঃ তারিখের পত্র নং ১৭.০০.০০০০.০৭৯.৪১.০০১.১৫-১৩ এর নির্দেশনার প্রেক্ষিতে স্থানীয় সরকার (ইউনিয়ন পরিষদ) নির্বাচন বিধিমালা, ২০১০ এর ৫(১) বিধি অনুযায়ী আমি মোঃ হুমায়ুন কবির, জেলা নির্বাচন অফিসার, নওগাঁ, নিম্নে ছকে বর্ণিত ২নং কলামের কর্মকর্তাকে তার নামের পার্শ্বের ৩নং কলামের উপজেলার ৪নং কলামের ইউনিয়নের ৫নং কলামের সাধারণ ওয়ার্ডের উপ-নির্বাচন পরিচলানার জন্য রিটার্নিং অফিসার নিয়োগ করলাম ।

ক্রমিক নং	রিটার্নিং অফিসার হিসেবে নিয়োগকৃত কর্মকর্তার নাম, পদবী ও কর্মস্থল	উপজেলার নাম	ইউনিয়নের নাম	ওয়ার্ড নম্বর	মন্তব্য
১	২	৩	৪	৫	৬
(১)	মোঃ আব্দুস সালাম, উপজেলা নির্বাচন অফিসার, মহাদেবপুর, নওগাঁ।	মহাদেবপুর	এনায়েতপুর	২নং সাধারণ ওয়ার্ড	
(২)	মোঃ মোজাফ্ফর হোসেন, উপজেলা পরিবার পরিকল্পনা অফিসার, বদলগাছী, নওগাঁ।	বদলগাছী	বালুভরা	৮নং সাধারণ ওয়ার্ড	

মোঃ হুমায়ুন কবির
জেলা নির্বাচন অফিসার।

জেলা নির্বাচন অফিসারের কার্যালয়, নীলফামারী

প্রজ্ঞাপন

তারিখ, ২ ফেব্রুয়ারি ২০১৫

নং ১৭.০৮.৭৩০০.০০০.৪১.০০৩.১২-৩৫—স্থানীয় সরকার (ইউনিয়ন পরিষদ) নির্বাচন বিধিমালা, ২০১০ এর বিধি ৫ এর ক্ষমতাবলে এবং নির্বাচন কমিশন সচিবালয়ের ২ ফেব্রুয়ারি ২০১৫ তারিখের ১৭.০০.০০০০.০৭৯.৪১.০০১.১৫-১৩ নং স্মারকের আলোকে আমি মোঃ জিলহাজ উদ্দিন, জেলা নির্বাচন অফিসার, নীলফামারী জেলার ডিমলা উপজেলার বালাপাড়া ইউনিয়নের ২নং ওয়ার্ডের সাধারণ সদস্য পদে আগামী ১৯ মার্চ ২০১৫ তারিখ (বৃহস্পতিবার) উপ-নির্বাচন অনুষ্ঠানের লক্ষ্যে নিম্নেবর্ণিত ছকে কর্মকর্তাকে সংশ্লিষ্ট ইউনিয়নের ওয়ার্ডের রিটার্নিং অফিসার হিসাবে নিয়োগ করলাম।

'ছক'

ক্রমিক নং	উপজেলার নাম	ইউনিয়নের নাম	ওয়ার্ড নং	রিটার্নিং অফিসারের নাম ও পদবী
১	২	৩	৪	৫
(১)	ডিমলা	বালাপাড়া	০২	জনাব শাহ্ মোঃ আবুল কালাম আজাদ, উপজেলা নির্বাচন অফিসার (চঃদাঃ), ডিমলা, নীলফামারী।

জনস্বার্থে এ আদেশ জারী করা হইল এবং অবিলম্বে কার্যকর হইবে।

মোঃ জিলহাজ উদ্দিন
জেলা নির্বাচন অফিসার।

জেলা প্রশাসকের কার্যালয়, ঝালকাঠি

(এল, এ শাখা)

এল, এ কেস নং ০১/২০১৪-১৫

ফরম ঘ

(৫নং বিধি দ্রষ্টব্য)

ঘোষণা

[১১(২) ধারা মোতাবেক]

যেহেতু, নিম্নতফসিল বর্ণিত সম্পত্তি অধিগ্রহণের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হইয়াছে এবং স্থাবর সম্পত্তি অধিগ্রহণ ও হুকুম দখল অধ্যাদেশ, ১৯৮২ (১৯৮২ সনের ২ নং অধ্যাদেশ) এর ১০ ধারাবলে উহার ক্ষতিপূরণ প্রদান করা হইয়াছে অথবা ক্ষতিপূরণ প্রদান করা হইবে বলিয়া অনুমিত হইতেছে;

সেহেতু, এক্ষণে, উক্ত অধ্যাদেশের ১১ ধারার ক্ষমতাবলে আমি এতদ্বারা ঘোষণা করিতেছি যে, নিম্নতফসিল বর্ণিত সম্পত্তি অধিগ্রহণ কর হইল এবং ইহা সর্বপ্রকার দায়-দায়িত্ব মুক্ত হইয়া সরকারের উপর অর্পিত হইল ঃ

তফসিল

জেলা ঝালকাঠি, উপজেলা কাঠালিয়া, মৌজা ১৭ নং আমুয়া

খতিয়ান নং	দাগ নং	আংশিক/পূর্ণ	অধিগ্রহণকৃত জমির পরিমাণ	
			একর	শতাংশ
১	২	৩	৪	৫
৭৩৮, ১৪২৭	৪২১৭	আংশিক	০	০০.২৫
১৮৪২	৪২২৭	,,	০	০৬.০০
৮৯০, ২১৬৪, ২১৬৬	৪২৩০	,,	০	১২.৬৮
২১৮০	৪২৩১	,,	০	০৫.১৭
৫৭৩	৪২৩২	,,	০	১১.২৫
২০০১	৪২৩৩	,,	০	০৮.২৭
১৩৫৬	৪৩৬১	,,	০	১৬.০৭
২২৩৪	৪৩৬২	,,	০	১৩.৭৮
২২৩৪	৪৩৬৩	,,	০	১৪.৯২
২২৩৪	৪৩৬৪	,,	০	১১.১৫
১৩৫৫	৪৩৭৩	,,	০	০১.৮৫
২০০২, ২৪৪২	৪৩৭৮	,,	০	০৯.৭০
১৬১	৪৫০৭	,,	০	০৮.২৬
২২০১, ২২২৭, ২২২৯	৪৫০৮	পূর্ণ	০	০২.০০
২১৭৮	৪৫০৯	,,	০	০২.০০
৮৬৩, ২১৭৬	৪৫১০	আংশিক	০	০২.০০
২১৫৮, ২১৫৯	৪৫১১	,,	০	১৬.৫২
২১৭৮	৪৫১৫	,,	০	০৯.৬৫
২২০১, ২২২৭, ২২২৯	৪৫১৬	,,	০	১২.৮৫
১৬৪	৪৫১৭	,,	০	০৪.০০
২১৭৮	৪৫২০	,,	০	০৩.৭০
৭৪৪	৪৫২১	,,	০	০১.৩০
১১৯৭, ১৫৪২, ১৫০০, ১৪৯৯, ২৪৩৬	৪৫২৪	,,	০	৩১.৬৮
৮৬২	৪৫৩১	,,	০	০১.৩৮
৭৮৬, ৭৯৩	৪৫৩২	,,	০	১০.৮০
২২০১, ২২২৭, ২২২৯	৪৫৩৩	,,	০	১০.৮৫
৭৩৮	৫৪৬২	,,	০	০৮.০০
			মোট =	**৩৬.০৮**

অধিগ্রহণকৃত জমির নক্সা (এল, এ প্লান) জেলা প্রশাসকের কার্যালয়, ঝালকাঠি এর ভূমি অধিগ্রহণ শাখায় দেখা যাইতে পারে।

মোঃ শাখাওয়াত হোসেন
জেলা প্রশাসক।

বাংলাদেশ কম্পটোলার এন্ড অডিটর জেনারেল এর কার্যালয়

অফিস আদেশ

তারিখ, ৫ এপ্রিল ২০১৫

নং সিএজি/জিবি-১/১৩(৭৩)/কল-২/৮২/খণ্ড-২০/৯৫—জনস্বার্থে ও প্রশাসনিক প্রয়োজনে নিম্নে বর্ণিত কর্মকর্তাকে তার নামের পার্শ্বে বর্ণিত পদ ও অফিসে আদিষ্ট হয়ে বদলী/পদস্থাপন করা হলো ঃ

ক্রমিক নং	কর্মকর্তার নাম, পদবী ও বর্তমান কর্মস্থল	বদলী/পদস্থাপিত পদ ও কর্মস্থল	মন্তব্য
(১)	জনাব মাহমুদ মাসুদ নিরীক্ষা ও হিসাব রক্ষণ কর্মকর্তা সিভিল অডিট অধিদপ্তর, ঢাকা।	গ্রেড-৬ পদে চলতি দায়িত্বে পদস্থাপনের নিমিত্ত হিসাব মহা নিয়ন্ত্রক এর কার্যালয়ে ন্যস্ত করা হলো।	শূন্য পদে

২। পদায়িত কর্মকর্তা/চলতি দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা বিধি মোতাবেক প্রযোজ্য ভাতা/দায়িত্ব ভাতা প্রাপ্য হবেন।

৩। এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

এস এম রেজভী
অতিঃ উপ-মহা হিসাব নিরীক্ষ ও নিয়ন্ত্রক (প্রশাসন)।

জেলা প্রশাসকের কার্যালয়, সুনামগঞ্জ

ভূমি অধিগ্রহণ শাখা

সংশোধনী

তারিখ, ১৫ মার্চ ২০১৫

নং ০৫.৩৫২.০০০.০০৯.০০.০০০.২০১৫.৪৩— এলএ কেইস নং ১০/৮১-৮২ মূলে অধিগ্রহণকৃত ভূমির প্রকাশিত গেজেটে দেখা যায় যে, অধিগ্রহণকৃত ৩৫৫৯ নং দাগের স্থলে ৩৫৬৯ নং দাগ এবং ৩৬৬৩ নং দাগের স্থলে ৩৬৫৩ নং দাগ ছাপানো হয়েছে।

এক্ষণে, প্রকাশিত গেজেটের ৩৫৬৯ নং দাগের স্থলে ৩৫৫৯ নং দাগ এবং ৩৬৫৩ নং দাগের স্থলে ৩৬৬৩ নং দাগ পড়তে হবে।

দেবজিৎ সিংহ
অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (রাজস্ব)।

যৌথমূলধন কোম্পানী ও ফার্মসমূহের পরিদপ্তর

বিজ্ঞপ্তি

তারিখ, ২৩ এপ্রিল ২০১৫

নং ২৬.০৬.০০০০.০০১.১৮.০০১.২০১৫/১৯০১—এতদ্বারা কোম্পানী আইন ১৯৯৪ এর ৩৪৬ ধারার বিধান মতে "Dhupchhaya Textile Ltd." কোম্পানীটির নাম অদ্য হতে নিবন্ধন বহি থেকে কাটিয়া দেয়া হ'ল এবং কোম্পানীটি বিলুপ্ত ঘোষণা করা হ'ল।

আবদুর রাজ্জাক হাওলাদার
সহকারী রেজিস্ট্রার।

বিভাগীয় বন কর্মকর্তার কার্যালয়

সিলেট বন বিভাগ, সিলেট

সিলেট বন বিভাগের ২০১৫-২০১৬ ইং ও ২০১৬-২০১৭ ইং (দ্বি-বার্ষিক) সনের জন্য জলাশয়সমূহের মৎস্য শিকারের নিমিত্তে ইজারা প্রদান সংক্রান্ত দরপত্র বিজ্ঞপ্তি

তারিখঃ ১৯ এপ্রিল ২০১৫

নং ১৩/জলাশয় অব ২০১৫-২০১৭ (দ্বি-বার্ষিক)—সিলেট বন বিভাগের হালনাগাদ তালিকাভুক্ত সকল মহালদারগণের অবগতির জন্য জানানো যাইতেছে যে, সিলেট রেঞ্জ এবং সারী রেঞ্জ এ রীডল্যান্ডভুক্ত তফসিলে বর্ণিত জলাশয়সমূহের মৎস্য শিকারের নিমিত্তে ইজারা প্রদানের জন্য নিম্নবর্ণিত শর্তাধীনে বদ্ধখামে দরপত্র আহ্বান করা যাইতেছে। দরপত্র আগামী ০৮-০৬-২০১৫ ইং তারিখ বেলা ১.০০ ঘটিকার মধ্যে বিভাগীয় কমিশনার, সিলেট, বন সংরক্ষক, কেন্দ্রীয় অঞ্চল, বন ভবন, মহাখালী, ঢাকা ও নিম্নস্বাক্ষরকারীর কার্যালয়ে রক্ষিত দরপত্র বাক্সে জমা দিতে হইবে। দরপত্র বাক্স আগামী ০৯-০৬-২০১৫ ইং তারিখ বেলা ১২.০০ ঘটিকার সময় নিম্নস্বাক্ষরকারীর কার্যালয়ে খোলা হইবে। ইচ্ছা করিলে দরপত্র দাতাগণ ঐ সময় উপস্থিত থাকিতে পারিবেন। দরপত্রের শর্তাবলী ও অন্যান্য জ্ঞাতব্য বিষয়াদি অত্র কার্যালয় ও সংশ্লিষ্ট রেঞ্জ কার্যালয় হইতে দেখিতে ও জানিতে পারা যাইবে।

শর্তাবলী

(১) দরপত্র অংশগ্রহণকারী তালিকাভুক্ত মহালদারকে দরপত্র দাখিলের পূর্বে তফসিলে বর্ণিত জলাশয়সমূহ পরিদর্শন করিয়া দরপত্রে অংশগ্রহণ করিতে হইবে। জলাশয়গুলি পূর্বে না দেখার অজুহাতে দরপত্র গ্রহণের পর দরপত্রদাতার কোন ওজর আপত্তি গ্রাহ্য হইবে না।

(২) জলাশয়ে মৎস্য শিকারের দরপত্রে অংশগ্রহণকারীকে অবশ্যই সিলেট বন বিভাগের তালিকাভুক্ত মহালদার হইতে হইবে এবং তাহার মহালদারী তালিকাভুক্তির সংশ্লিষ্ট কাগজপত্রসহ উহা হালনাগাদ নবায়ন থাকিতে হইবে। দরপত্রের সহিত হালনাগাদ তালিকাভুক্তিসহ মূল্য সংযোজন কর ও আয়কর পরিশোধের সত্যায়িত আলোকছাপ দাখিল করিতে হইবে। অন্যথায় দরপত্র গ্রহণযোগ্য বিবেচিত হইবে না।

(৩) দরপত্র দাতাকে দরপত্রের সহিত দ্বি-বার্ষিক সনের জন্য মোট উদ্ধৃত ইজারা মূল্যের শতকরা ১০% (দশ ভাগ) হারে বায়নার টাকা বিভাগীয় বন কর্মকর্তা, সিলেট এর বরাবরে (Pledged to D.F.O. Sylhet) পোস্টাল সেভিংস ব্যাংক পাশবহি/ব্যাংকের ড্রাফট/পে-অর্ডার মূলে জমা দিয়া গৃহীত পাশবহি/ব্যাংক ড্রাফট/পে-অর্ডার দরপত্রের সাথে জমা দিতে হইবে। বায়নার টাকা জমা দেওয়া ছাড়া কোন দরপত্র গ্রহণযোগ্য হইবে না। দরপত্রদাতা জলাশয় ইজারার দরপত্রে অকৃতকার্য হইলে, তাহার বায়নার টাকা যথাসময়ে অবমুক্ত করা হইবে। কৃতকার্য দরপত্রদাতার বায়নার টাকা তাহার ইচ্ছানুসারে জলাশয়ের জামানত হিসাবে সমন্বয় করা যাইতে পারে।

(৪) দরপত্র অবশ্যই বিভাগীয় বন কর্মকর্তা, সিলেট কর্তৃক স্বাক্ষরিত ও নির্ধারিত ছকপত্রে/সিডিউলে (মনোগ্রাম সম্বলিত স্বাক্ষরিত সিডিউল) দাখিল করিতে হইবে। নির্ধারিত ছকপত্র (সিডিউল) বিভাগীয় কমিশনার, সিলেট, বন সংরক্ষক, কেন্দ্রীয় অঞ্চল, বন ভবন, মহাখালী, ঢাকা; জেলা প্রশাসক, সুনামগঞ্জ ও নিম্নস্বাক্ষরকারীর কার্যালয় (টাউন রেঞ্জ) হইতে নগদ ৪০০/- (চারশত) টাকা (অফেরতযোগ্য) প্রদানপূর্বক আগামী ০৭-০৬-২০১৫ ইং তারিখ পর্যন্ত অফিস চলাকালীন সময়ে (ছুটির দিন ব্যতীত) ক্রয় করা যাইবে। দরপত্রের ছকপত্র (সিডিউল) ক্রয়ের সময় হালনাগাদ মহালদারী তালিকাভুক্তি প্রদর্শন করিতে হইবে। অন্যথায় দরপত্র সিডিউল সরবরাহ করা হইবে না। দরপত্রদাতাকে সিডিউল ক্রয়ের মূল রসিদ দরপত্রের সাথে গাঁথিয়া জমা দিতে হইবে।

(৫) প্রতিটি জলাশয়ের জন্য আলাদা আলাদাভাবে দরপত্র সিডিউল ক্রয় করিতে হইবে এবং আলাদাভাবে দরপত্র দাখিল করিতে হইবে। দরপত্রের সহিত দাখিলকৃত সকল কাগজপত্রে দরপত্রদাতার স্বাক্ষর ও সীল থাকিতে হইবে। খামের উপর "জলাশয় নং" সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ থাকিতে হইবে।

(৬) যাহার দরপত্র গ্রহণ করা হইবে, তাহাকে দরপত্র গ্রহণের সংবাদ জানানোর ৩(তিন) দিনের মধ্যে প্রত্যেক জলাশয়ের জন্য গৃহীত মূল্যের শতকরা ২৫% (পঁচিশ ভাগ) হারে জামানতের টাকা বিভাগীয় বন কর্মকর্তা, সিলেট এর বরাবরে (Pledged to D.F.O. Sylhet) পোস্টাল সেভিংস ব্যাংক পাশবহি/ব্যাংকের ব্যাংক ড্রাফট এর মাধ্যমে জমা দিয়া গৃহীত পাশবহি/ব্যাংক ড্রাফট বিভাগীয় কার্যালয়ে জমা দিয়া নির্ধারিত ফরমে চুক্তিনামা সম্পাদন করিতে হইবে। ক্ষেত্রবিশেষে বিভাগীয় বন কর্মকর্তা, সিলেট ইচ্ছা করিলে, জামানতের টাকা ইজারা মূল্যের শতকরা ৫০% পর্যন্ত বর্ধিত করার ক্ষমতা রাখেন। মুদ্রিত চুক্তিনামাপত্রের নমুনা বিভাগীয় বন কর্মকর্তার কার্যালয়, সিলেট ও যে কোন রেঞ্জ অফিসে দেখিতে পারা যাইবে। জামানতের টাকা জমা দিয়া চুক্তিনামা সম্পাদনের পর সকল দরপত্রদাতার বায়নার টাকা অবমুক্ত করা হইবে।

(৭) ৬নং শর্তে বর্ণিত নির্ধারিত সময়সীমার মধ্যে জামানতের টাকা জমা দিতে ও চুক্তিপত্র সম্পাদন করিতে ব্যর্থ হইলে, কৃতকার্য দরপত্রদাতার বায়নার টাকা সরকারের অনুকূলে বাজেয়াপ্ত করতঃ তাহার দরপত্র বাতিলপূর্বক সংশ্লিষ্ট জলাশয় পুনঃ বিক্রয় করা হইবে।

(৮) জামানতের টাকা জমা দিয়া চুক্তিনামা সম্পাদনের পর ১২নং শর্ত অনুযায়ী ইজারা মূল্য পরিশোধ করতঃ কার্যাদেশ গ্রহণে ব্যর্থ হইলে, দরপত্রদাতার জামানত সরকারের অনুকূলে বাজেয়াপ্ত করা হইবে এবং তাহার দরপত্র বাতিল করা হইবে।

(৯) দরপত্রদাতা চুক্তিপত্রের বা বিক্রয় নোটিশের কোন শর্ত লংঘন করিলে বিভাগীয় বন কর্মকর্তা, সিলেট তাহার জামানতের টাকা সরকারের অনুকূলে বাজেয়াপ্ত এবং তাহার দরপত্র বাতিল করিয়া জলাশয়টি পুনরায় বিক্রয় করিতে পারিবেন। এতদ্ব্যাপারে সরকারের কোন আর্থিক ক্ষতি হইলে তাহা প্রথম দরতপত্রদাতার নিকট হইতে ভূমি রাজস্ব (Arrear of Land Revenue) হিসাবে সার্টিফিকেট মামলা জারীর মাধ্যমে আদায় করা হইবে।

(১০) দরপত্রদাতাকে যথেষ্ট স্থাবর সম্পত্তির মালিক অথবা প্রতিষ্ঠিত স্বচ্ছল ব্যবসায়ী হইতে হইবে। আর্থিক স্বচ্ছলতার স্বপক্ষে ব্যাংক কর্তৃক সনদপত্রের মূলকপি/সত্যায়িত কপি দরপত্রের সহিত দাখিল করিতে হইবে।

(১১) যাহাদের নিকট বন বিভাগের পূর্ববর্তী কোন বকেয়া রাজস্ব অনাদায়ী রহিয়াছে অথবা যাহাদের বিরুদ্ধে বকেয়া পাওনা বাবদ সার্টিফিকেট মামলা মুলতবি রহিয়াছে অথবা যাহারা বন আইনে অপরাধী দোষী সাব্যস্ত হইয়াছেন, তাহাদের দরপত্র গ্রহণ করা বা না করা কর্তৃপক্ষের বিবেচনা সাপেক্ষ।

(১২) মহালের ইজারা মূল্য নিম্নরূপভাবে পরিশোধ করিতে হইবে।

(ক) ১,০০,০০০/- (এক লক্ষ) টাকার নীচের ইজারা মূল্য দরপত্র অনুমোদন জানানোর ৫ (পাঁচ) দিনের মধ্যে এককালীন (আয়কর ও ভ্যাটসহ) নগদে অথবা ডিডি মূলে পরিশোধ করতঃ জলাশয়ের মৎস্য শিকারের নিয়মিত কার্যাদেশ গ্রহণ করিতে হইবে।

(খ) ১,০০,০০০/- (এক লক্ষ) টাকার উর্দ্ধের ইজারা মূল্য উর্দ্ধতন কর্তৃপক্ষ কর্তৃক দরপত্র অনুমোদনের সংবাদ জানানোর ১০ (দশ) দিনের মধ্যে ১ম কিস্তি ৫০% টাকা (সম্পূর্ণ আয়কর ও ভ্যাটসহ) নগদে অথবা ডিডি মূলে পরিশোধ করতঃ জলাশয়ের মৎস্য শিকারের নিয়মিত কার্যাদেশ গ্রহণ করিতে হইবে। ২য় কিস্তির অবশিষ্ট পাওনা ৫০% টাকা চূড়ান্ত কিস্তি মহালের মেয়াদকালীন সময়ে অনধিক ৬ (ছয়) মাসের মধ্যে পরিশোধ করিতে হইবে।

(১৩) ১,০০,০০০/- (এক লক্ষা) টাকার উর্দ্ধের দরপত্র উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের অনুমোদন সাপেক্ষে থাকিবে।

(১৪) ইজারাদার যদি চুক্তিনামাপত্র বা বিক্রয় নোটিশের কোন শর্ত লংঘন করে, তবে তাহার মৎস্য শিকারের ইজারা বাতিল করার অধিকার বিভাগীয় বন কর্মকর্তা, সিলেটের থাকিবে।

(১৫) প্রাকৃতিক দুর্যোগ বা সীমান্ত গোলযোগের দরুন ইজারাকৃত জলাশয়ের মৎস্য শিকারের কোন ব্যাঘাত হইলে অথবা কোন প্রকার ক্ষতি সাধিত হইলে সরকার কোন রকম ক্ষতিপূরণের জন্য দায়ী হইবে না।

(১৬) চুক্তিনামা সম্পাদনের তারিখ হইতে জলাশয়ের দায়-দায়িত্ব ইজারাদারের উপর বর্তাইবে এবং কার্যাদেশ গ্রহণের পূর্বে জলাশয়ে কোন মৎস্য শিকার করিতে পারিবে না।

(১৭) এই বিক্রয় নোটিশে মুদ্রণজনিত ত্রুটি অথবা অন্য কোন প্রকার ভুল ধরা পড়িলে, তাহা সংশোধন/সংযোজন করার ক্ষমতা বিভাগীয় বন কর্মকর্তার থাকিবে। ইহাতে কাহারও কোন প্রকার আপত্তি গ্রাহ্য হইবে না।

(১৮) দরপত্র বিজ্ঞপ্তির যে কোন শর্ত বা শর্তাংশ প্রয়োজনে যে কোন সময় সংশোধন, সংযোজন, পরিবর্তন ও পরিবর্ধন করার ক্ষমতা বিভাগীয় বন কর্মকর্তা, সিলেট সংরক্ষণ করেন।

(১৯) জলাশয়ের সীমানা জনিত যে কোন বিবাদে বিভাগীয় বন কর্মকর্তার সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত বলিয়া গণ্য করা হইবে। ইহাতে কাহারও কোন আপত্তি গ্রাহ্য হইবে না।

(২০) প্রয়োজনবোধে বিভাগীয় বন কর্মকর্তা অত্র বিক্রয় নোটিশের তফসিলে বর্ণিত যে কোন জলাশয় ইজারা প্রদান করা বা না করা/বাদ দেওয়া অথবা অতিরিক্ত কোন জলাশয় সংযোজন করার ক্ষমতা রাখেন।

(২১) জলাশয় হইতে রাস্তা অথবা নদী যে কোন পথে বনজদ্রব্য/জলাশয়ের মৎস্য বাহির করিয়া গন্তব্যস্থলে নেওয়ার জন্য বনজদ্রব্য পরিবহন (নিয়ন্ত্রণ) বিধিমালা, ২০১১ইং অনুসরণ করিতে হইবে।

(২২) চুক্তির মেয়াদ উত্তীর্ণ হওয়ার তারিখ বা তৎপূর্ব ইজারাদার তাহার জলাশয় সংশ্লিষ্ট রেঞ্জ অফিসারকে সমঝাইয়া দিতে বাধ্য থাকিবেন। ব্যর্থতায় জলাশয়ের দখল স্বয়ংক্রিয়ভাবে সমর্পিত হইয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে। যদি উক্ত সময়ের মধ্যে জলাশয়ে কোন বে-আইনী কাজ সংঘটিত হইয়া থাকে তবে তাহার জন্য ইজারাদার দায়ী হইবেন এবং ক্ষতিপূরণ দিতে বাধ্য থাকিবেন।

(২৩) (ক) জলাশয়ের মোট মূল্যের উপর সরকার নির্ধারিত ৫% হারে উৎসে আয়কর ও ১৫% হারে মূল্য সংযোজন কর (ভ্যাট) ইজারা মূল্যের সহিত এককালীন পরিশোধ করিতে হইবে।

(খ) ২৩(ক) নং শর্তে বর্ণিত আয়কর ও ভ্যাট ব্যতীত সরকারি অন্য কোন কর প্রদান প্রযোজ্য হইলে বা নির্ধারিত হারের কোন পরিবর্তন হইলে পরিবর্তিত হারে মহালক্রেতা উহা প্রদান করিতে বাধ্য থাকিবেন।

(২৪) জলাশয়ের ইজারা মেয়াদকাল ৩১ মার্চ, ২০১৭ পর্যন্ত বলবৎ থাকিবে।

(২৫) East Bengal Protection and Conservation of Fish Act, ১৯৫০ এর বিধানসমূহ এবং সরকারি জলমহাল ব্যবস্থাপনা নীতি, ২০০৯ এর বিধানসমূহ এসব জলাশয়ের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হইবে।

(২৬) সর্বোচ্চ বা যে কোন দরপত্র গ্রহণ করা বা না করা কর্তৃপক্ষের এখতিয়ারভুক্ত। কোন দরপত্র গ্রহণ করা বা না করার ব্যাপারে কর্তৃপক্ষ কাহারও নিকট কোন প্রকার কারণ দর্শাইতে বাধ্য নহেন।

(২৭) অত্র দরপত্র বিজ্ঞপ্তির তফসিলে বর্ণিত যে কোন জলাশয় ধার্যকৃত তারিখে বিক্রয়/ইজারা প্রদানের জন্য উপযুক্ত/গ্রহণযোগ্য দরপত্র পাওয়া না গেলে, উহা বিক্রয় না হওয়া পর্যন্ত একই অনুমোদিত শর্তে পরবর্তীতে পুনরায় দরপত্র আহ্বান, দরপত্র সিডিউল বিক্রয় এবং দরপত্র গ্রহণের তারিখ পুনঃ নির্ধারণ করতঃ দরপত্র আহ্বান করার ক্ষমতা বিভাগীয় বন কর্মকর্তার থাকিবে।

(২৮) অত্র দরপত্র বিজ্ঞপ্তির তফসিলে বর্ণিত জলাশয়ের মধ্যে যে কোন জলাশয় ইজারা/বিক্রয় করা সংক্রান্ত বিষয়ে কোন আপত্তি উত্থাপিত হইলে, উহা ইজারা/বিক্রয় করা বা না করার ক্ষমতা বিভাগীয় বন কর্মকর্তা, সিলেট এর থাকিবে।

(২৯) এই দরপত্র বিজ্ঞপ্তিতে বর্ণিত শর্তের ব্যাখ্যা বা সংশ্লিষ্ট জলাশয় ইজারা ও ইজারা-উত্তর পরিস্থিতিতে কোন প্রশ্নে বন সংরক্ষক, কেন্দ্রীয় অঞ্চল, ঢাকার সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত বলিয়া গণ্য হইবে এবং উক্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা সকলের জন্য বাধ্যতামূলক হইবে।

(৩০) এই দরপত্র বিজ্ঞপ্তির সকল শর্তাবলী পুংখানপুংখরূপে মানিয়া চলিয়া দরপত্রে অংশগ্রহণ করিতে হইবে।

দরপত্রের শর্তাবলী অনুমোদন করা হইল।

মোঃ আবু হানিফ পাটওয়ারী

বন সংরক্ষক
কেন্দ্রীয় অঞ্চল, বন ভবন
মহাখালী, ঢাকা।

মোঃ দেলোয়ার হোসেন

বিভাগীয় বন কর্মকর্তা
সিলেট বন বিভাগ
সিলেট।

জলাশয়ের তফসিল

ক্রমিক নং	জলাশয়ের নাম	জলাশয়ের নাম	রিজার্ভের নাম	এরিয়া (একর)	মহাল উপযোগী এরিয়া (একর)	মৌজা	দাগ নং	মন্তব্য
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯
(১)	সিলেট/লোভা হাওড়/০১/মৎস্য অব ২০১৫-২০১৭	লোভা হাওড়	রানীখাই	১৮.০	১০.০	ফেদারগাঁও	১১৪	--
(২)	সিলেট/ইসরাইল কুড়ি/০২/মৎস্য অব ২০১৫-২০১৭	ইসরাইল কুড়ি	রানীখাই	৩০.০	২০.০	উপর ডেক্সিবাড়ী	১১১	
(৩)	সিলেট/চানকিয়াকুড়ি/০৩/মৎস্য অব ২০১৫-২০১৭	চানকিয়াকুড়ি	রানীখাই	৫০.০	২০.০	লামাডেক্সীবাড়ী	১০৮	
(৪)	সিলেট/গোয়াল হাওড়/০৪/মৎস্য অব ২০১৫-২০১৭	গোয়াল হাওড়	রানীখাই	২০.০	২০.০	কাকুরাইল	১২৮ (আংশিক)	
(৫)	সিলেট/চান্দকুড়ি হাওড়/০৫/মৎস্য অব ২০১৫-২০১৭	চান্দকুড়ি	রানীখাই	১৮.০০	৫.০০	ফেদারগাঁও	১১৪ (আংশিক)	
(৬)	সিলেট/নয়াকুড়ি ও বড়দিয়ারা/০৬/ মৎস্য অব ২০১৫-২০১৭	নয়াকুড়ি ও বড়দিয়ারা	রানীখাই	৫.০০	৫.০০	রাজনগর	৪০১, ৪৭০	
(৭)	সিলেট/কাটাংগা/০৭/ মৎস্য অব ২০১৫-২০১৭	কাটাংগা	হিলাকুড়ি	৩১.০৫	৫.০৫	শেরপুর	১৪০১	
(৮)	সিলেট/গোলবিল/০৮/মৎস্য অব ২০১৫-২০১৭	গোলবিল	হিলাকুড়ি	১৬.৫৫	১০.০	শেরপুর	১৪১৯	
(৯)	সিলেট/মাসিংকুরি/০৯/মৎস্য অব ২০১৫-২০১৭	মাসিংকুরি	হিলাকুড়ি	২৫১.৯০	২৩.৩০	বিলাজুর	১৫, ১০১	
(১০)	সিলেট/ফাংগাসখালী/১০/মৎস্য অব ২০১৫-২০১৭	ফাংগাসখালী	হিলাকুড়ি	২০.০	১০.০	বিলাজুর	১০১	
(১১)	সারী/রাশমনি/০১/মৎস্য অব ২০১৫-২০১৭	রাশমনি বিল	রাশমনি বিল	৩.০	৩.০	শেওলারটুক	১৬/৪৫	
(১২)	সারী/কুড়ি তিন কুড়ি/০২/মৎস্য অব ২০১৫-২০১৭	কুড়ি তিন কুড়ি	কুড়ি তিন কুড়ি	২০.৩৮	৩.০	বুধি ও গাইল হাওড়	১১২	
(১৩)	সারী/শিমুল বিল/০৩/মৎস্য অব ২০১৫-২০১৭	শিমুল বিল	শিমুল বিল	৪৪৮.০	১০০.০	শিমুল বিল	১৭	
(১৪)	সারী/শিয়ালা বিল/০৪/মৎস্য অব ২০১৫-২০১৭	শিয়ালা বিল	শিয়ালা বিল	২০৬.৭২	৭২.০	শিয়ালা বিল	৩৪, ৩৪/৭৫	